দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা

আরামবাগ গার্লস কলেজের ছাত্রীরা বদরুন্নেছা কলেজের ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দিচ্ছে

।। ফিচার রিপোর্ট ।।

আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সনের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন বলে এক অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, যে সকল ছাত্রীগণ ১৯৯২ সাল থেকে কলেজের নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে নিয়মিত ক্লাস করে আসছে, মাসিক বেতন, বিল্ডিং চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, লাইব্রেরী খরচসহ যাবতীয় ফি পরিশোধ করেছে এবং নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে একাদশ শ্রেণীতে থাকাকালীন নির্দিষ্ট সময়ে রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য ফি বাবদ ১৬০০/- (ষোলশত) টাকাও নিয়েছে। কিন্তু ছাত্রীরা পরীক্ষার ৭ দিন পূর্বে তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্রের দাবী জানালে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৩০-৭-৯৪ ইং তারিখের পূর্বে কোন রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দেওয়া যাবে না বলে ছাত্রীদের জানিয়ে দেন। সেমতে ছাত্রীরা ৩০-৭-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র হাতে নিতে গিয়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেকে কান্নাকাটি [illegible] রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের আগে "পি এবং কেবলমাত্র ১৯৯৪ সনের জন্য কার্যকর" লেখা রয়েছে। এমনকি ফরমফিলাপ এবং রেজিস্ট্রেশনও করা হয়েছে বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে। ছাত্রীরা তাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণার কারণ জানতে চাইলেও কর্তৃপক্ষ কোন সদোত্তর দিতে পারেনি। বরং কেরানী সাহেব প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দোহাই দিয়ে পার পেতে চাইছেন। ঘটনাচক্রে এদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। সে যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো আরামবাগ গার্লস কলেজের ছাত্রীগণ যারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী, যারা সম্পূর্ণ বেতন ফিসহ আনুষঙ্গিক খরচ এবং বোর্ডের ফি-এর তিনগুনেরও বেশী ফি দিয়ে ফরম পূরণ করেছেন, তারা আজ বদরুন্নেছা কলেজের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছেন কেন ? এর জন্য দায়ী কে ? বিষয়টি শুধু দুঃখজনক নয়, উদ্বেগজনকও বটে। রাজধানী শহর ঢাকায় এহেন দুর্নীতির ইতিহাস সম্ভবত এই প্রথম। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব মহোদয় কি বলবেন ? বোর্ড কর্তৃপক্ষেরই বা [illegible] কি ? বিষয়টির তদন্তপূর্বক দ্রুত [illegible]